www.xtrapapers.com

Diploma Programme
Programme du diplôme
Programa del Diploma

Bengali A: literature – Standard level – Paper 1
Bengali A : littérature – Niveau moyen – Épreuve 1
Bengalí A: literatura – Nivel medio – Prueba 1

Friday 8 May 2015 (afternoon)
Vendredi 8 mai 2015 (après-midi)
Viernes 8 de mayo de 2015 (tarde)

1 hour 30 minutes / 1 heure 30 minutes / 1 hora 30 minutos

Instructions to candidates

- Do not open this examination paper until instructed to do so.
- Write a guided literary analysis on one passage only. In your answer you must address both of the guiding questions provided.
- The maximum mark for this examination paper is **[20 marks]**.

Instructions destinées aux candidats

- N'ouvrez pas cette épreuve avant d'y être autorisé(e).
- Rédigez une analyse littéraire dirigée d'un seul des passages. Les deux questions d'orientation fournies doivent être traitées dans votre réponse.
- Le nombre maximum de points pour cette épreuve d'examen est de **[20 points]**.

Instrucciones para los alumnos

- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Escriba un análisis literario guiado sobre un solo pasaje. Debe abordar las dos preguntas de orientación en su respuesta.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es **[20 puntos]**.

2215–0023
© International Baccalaureate Organization 2015

International Baccalaureate
Baccalauréat International
Bachillerato Internacional

www.xtrapapers.com

নিচে দেওয়া দুটি রচনার মধ্যে যেকোন **একটির** সাহিত্যিক বিশ্লেষণ (গাইডেড লিটেরারি অ্যানালিসিস্) কর। উত্তরটির জন্য অবশ্যই রচনার নিচে দেওয়া সহায়ক প্রশ্নদুটিকে রূপরেখা হিসাবে ব্যবহার করতে হবে.

1.

... তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে নির্জন বাড়ির বারান্দায় বসে পড়েছিল প্লাবনের চিঠি। শফিক তখন অফিসে। প্লাবন লিখেছে— আপু তোমার মনে পড়ে তুমি আমাকে একটা খুব সুন্দর ডায়েরি দিয়েছিলে? সুন্দর ফুলপাতা, প্রজাপতির নকশা করা ডায়েরি। বলেছিলে আমার মনের সুখ–দুঃখের কথা লিখে রাখতে। আমি অনেক কিছু লিখেছি আপু তবে তোমাকে একটা চিঠি লিখতে খুব ইচ্ছে করছে; আমার চিঠি লেখা শেষ না হলেও ক্ষতি নাই, বাকিটুকু তুমি তোমার মতো করে বুঝে নিও।

আপু, আমার চিঠি পড়তে গিয়ে আবার ভেব না যে, প্লাবনের মাথার ঠিক নাই, তাই সব আবোল তাবোল লিখেছে...।

আমি ঠিকমতো ওষুধ খাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মনে লিখছি তোমাকে।

আপু আমরা ছিলাম নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। সংসারে বিলাসিতার সাথে পরিচয় হয়নি আমাদের মোটেই!

তুমিই সব সময় বলতে অন্যের বিলাস সামগ্রী দেখে কখনও মন খারাপ যেন না করি। আমাদের ছোট্ট বাড়িটাতে তখন এতগুলো ভাইবোন নিয়ে কখনই জায়গার অকুলান হতো বলে মনে হয়নি! সংসারে পরিবর্তন শুরু হলো বড় ভাইয়ার (সবুজ ভাইয়া) বিয়ে করা দিয়ে, ভাইয়া বিয়ে করে চিটাগাং চলে গেলেন, কত দিন যোগাযোগ করেনি আমাদের সঙ্গে, তখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি। মা কত মন খারাপ করতেন! আপু, আমরা ভাইবোনেরা সবাই একে অন্যের নেওটা ছিলাম। আমি ছিলাম তোমার নেওটা, তোমাকে ছাড়া কিছুই বুঝতে চাইতাম না! আমি যেবার ক্লাস নাইনে উঠলাম, তখন তোমার বিয়ে হয়ে গেল। আমার আলো ঝলমল ছোট পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল। সেদিন তাই মনে হয়েছিল আমার। মনে হলো তুমি হারিয়ে গেলে। হারিয়ে গেলে আমাদের সবার কাছ থেকে। শিক্ষিত সুদর্শন দুলাভাই, ধনী, নামি, দামি ঘরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলো তোমার। সাধারণ এক প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক কন্যার বিবাহ ভাগ্যে আমাদের গ্রামের কিছু মানুষের হিংসার উদ্রেক হলো বৈকি। তবে ওদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, যারা তোমাকে স্নেহের চোখে দেখেছেন তারা অনেকদিন পর্যন্ত বলেছেন তোমাদের কথা। দুলাভাইকে প্রথমবার ভালো করে দেখার পরে মনে হয়েছিল— এ মানুষ আমাদের মত পরিবারে বড্ড বেমানান। মধ্যবিত্ত পরিবারে দুলাভাইয়ের সঙ্গে শ্যালক, শ্যালিকার যে সহজ, সরল, মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক্ষেত্রে তা হবার নয়। দুলাভাইয়ের খুব কাছে আসা চলবে না, দূর থেকে দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তুমি রাজশাহী পড়তে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল দুলাভাইয়ের সঙ্গে, তুমি সুন্দর দেখে তিনি ভালোবাসলেন তোমাকে, বিয়েও করলেন। আপু, আমার কাছ তুমি সব সময়ই খুব সুন্দরী ছিলে দেখতে! তোমার পড়াশোনা শেষ করতে পেরেছিলে কি–না কোনোদিন আর জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তুমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে চলে গেলে ঢাকাতে, সংসার পাতলে সেখানে। আমি আমাদের পুকুরের পাড়ে বসে কত যে কেঁদেছি আপু তোমার জন্য! আমাকে দেখলে পল্লবও এসে বসত আমার পাশে। কাঁদতো সেও!

এর পর যতবারই দেখেছি তোমাকে তা খুবই অল্প সময়ের জন্য! তোমার শ্বশুর বাড়ি যাতায়াতের পথে শুধু কয়েক ঘন্টার জন্য আসতে; কখনও সখনও রাতটা কাটিয়েছ মাত্র। একটুও ভাল লাগত না আপু, তোমাকে যদি আমি সত্যিই জেনে থাকি তবে আমি জানি তোমারও ভালো লাগত না মাত্র ওইটুকু সময় মা, বাবা, ভাইবোনের কাছে থাকতে! আমাকে আর পল্লবকে তুমি নিয়মিতই চিঠি পাঠাতে, মাঝে মাঝে টাকাও পাঠিয়েছ। অন্য ভাই, বোনেরা মাঝে মধ্যে তোমার কাছে বেড়াতে গিয়ে দুই–তিনদিন কাটিয়েছে তোমার সঙ্গে, দুলাভাইয়ের সঙ্গে ওদের নাকি খুব একটা কথাবার্তা হতো না কিন্তু তুমি খুব আদর–যত্ন করতে ওদেরকে। কেন জানি না আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি তোমার কাছে। আমি ক্লাস টেনে উঠতেই একই সঙ্গে প্রমি আপু ও শাহিন ভাইয়ার বিয়ে হলো; তুমি কিন্তু এলে না বিয়েতে! কারণ কিছু একটা জানিয়েছিলে নিশ্চয়ই! বিয়েতে খরচের জন্য টাকাও পাঠিয়েছিলে। তুমি কেন আসনি আপু?

www.xtrapapers.com

আমার প্রশ্নের জবাব তোমার কাছ থেকে না পেলেও আমি আমার মত করে বুঝে নিয়েছিলাম সেদিন, এবং পরেও বিভিন্ন সময়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি। পিয়াল ভাইয়া যখন বিএসসি পাস করে কানাডা গেলেন তখন দুলাভাই আর্থিক ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য সাহায্য করেছেন; আপু আমার মনে হয় তুমি ভাইবোনদের সাহায্য করতে গিয়ে নিজের সব ইচ্ছা ও ভালোলাগাগুলোকে বিসর্জন দিয়েছ ...।

সাহেরা আফজা, *সুদূরিকার রাত্রিদিন* (২০০৯)

(ক) উপরোক্ত অংশে যেভাবে ভাইবোনের সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে তা আলোচনার মাধ্যমে দেখাও।

(খ) প্লাবনের চরিত্রের ক্রমপরিবর্তন উপরোক্ত অংশে যেভাবে গড়ে উঠেছে তা নিয়ে আলোচনা কর।

www.xtrapapers.com

2.

বিপন্ন

প্রতিটি বৃক্ষ আজ বিপন্ন
প্রতিটি পাখি প্রজাপতি হরিণ ও শুশুক বিপন্ন।
তারা স্বস্তিহারা নিরানন্দ ও নির্জীব।
আকাশের মেঘমালাও আজ রোগজর্জর অসমর্থ,
বৃষ্টি ঝরাবার ইচ্ছে নেই সাধ্য সেই জলদরাশির।

নীলিমাকে বধুবেশে সাজাতে যেন মন নেই মেঘের।
বাতাস শীতলতা হারিয়ে প্রাণহীন স্থবির।
পানিতে উৎসাহ নেই, নেই পুলক ও বেগের চাঞ্চল্য।
মাটি যেন অত্যাচারের শিলালিপি।
অগ্নিগিরির লাভাস্রোত সারা দেশে বিস্তৃত
ভূপালের[1] গ্যাস যেন পরিব্যাপ্ত সবখানে।

সারাদেশ অসুস্থ ও বিপন্ন।
অন্ধত্ব বধিরতা বন্ধ্যাত্ব ক্ষুধা দারিদ্র আর
অপমান সবার ঠিকানা।

সমস্ত বসার ঘর শোবার ঘর রান্নাঘর
পুকুর পাড় এখন মৃতক্ষেত্রের মতো।
সততার একটি ভুইচাঁপাও আর ফোটে না কোথাও,
ফোটেনা দোপাটী পারুল অথবা মাধবী মননের।
লেবুগাছে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে না,
জ্বলেনা মিটি মিটি প্রদীপ গৃহস্থের ভাঙা আঙিনায়।
সব আসবাব ও নৌকা এখন সৎবৃত্তির শবাধার।
সব প্রাণ এখন বস্তু পাগল বস্তু পুজক,
দৃষ্টি নিবদ্ধ তাদের সাগর পারের শুভ্র ফাঁদের দিকে।
সোনার সবুজে গড়া জন্মভূমির মানচিত্র
নন্দিত মৃত্তিকা আজ মারীতে আক্রান্ত।
শ্বেত ও লোহিত কণিকা আজ
লোভ হিংসা আর খোলা চোখ অনুদারতার দখলে।

অবিশ্বাসের ভাইরাস ক্ষুধিত দাঁত বসিয়েছে
মানব অরণ্যের শাখায় শাখায়, পাতার গভীরে
মজ্জার অদৃশ্য কোষে কোষে ও কোষ প্রাচীরে।

www.xtrapapers.com

সংগীতের সমস্ত মীড় ও মুর্চ্ছনা এখানে
সংক্রামক শব্দের অশ্লীল প্রকাশনা।
সঞ্জীবনী স্নেহ প্রীতি হয়েছে শহীদ বহুকাল।
সহানুভূতির দেখা নেই, নেই কোন পবিত্র প্রেম।
ভালবাসার মত সেও বুঝি পরবাসী গভীর অভিমানে।
স্কন্ধকাটা দানবের ভাঁটার মত চোখ
বক্ষ থেকে উদগীরণ করছে শুধু জিঘাংসা।
প্রতিহিংসা ও জিঘাংসা তাই আজ
সিস্টোল ও ডায়াস্টোল[2] সারা জাতির।

হালিমা খাতুন, *দুর্ভাবনার সিঁড়িতে* (১৯৯৬)

[1] ভূপালের: ১৯৮৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারতের মধ্য প্রদেশের ভোপাল শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড–এর একটি কীটনাশক কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে প্রায় ১৫,০০০ মানুষ মারা যান।

[2] ডায়াস্টোল: নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস

(ক) প্রকৃতির যে চিত্র উপরোক্ত কবিতার অংশে বর্ণনা করা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করো।

(খ) মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখানোর জন্য কবি যে ভাবে রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তা নিয়ে আলোচনা কর।